ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 020 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০২০ ● কলকাতা ● ০৬ মাঘ, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ২০ জানুয়ারি ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 179

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কারণ 'আমি' ধনও নয়, শরীরও নয়।

তবে যখন এ দুটোই 'আমি' নয়, তবে এই দুটো আমাকে কি করে সুখী করতে পারে? এই দুটো নির্জীব, মিথ্যা কারণ আমার অস্তিত্ব এদের থেকে আলাদা। আমি জেনে গেছি যে আমি এক আত্মা। আমি শরীর ও ধন নই। আমাকে শরীর ও ধন সুখ দিতে পারে না, কেবল আত্মাই আমাকে সুখ দিতে পারে। সেটাই হবে আসল সুখ। ঐ সুখের নাম হবে আত্মসুখ।

ক্রমশঃ

আজকে কোর্টে হারালাম, এপ্রিলে ভোটে হারাব', সুপ্রিম কোর্টের রায় আসতেই গর্জন অভিষেকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর মামলার শুনানিতে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' নিয়ে বড় নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। আজ, সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি তালিকা প্রকাশ করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।এছাড়া সুপ্রিম কোর্টের আজকের রায়ের পর বিজেপি নেতারা বেশ চাপে পড়ে গিয়েছেন। তাঁরা এখন সব নির্বাচন কমিশনের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। তখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, '২০২৬ সালের ভোটে তৃণমূল

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

মানবিকতার বার্তা নিয়ে শীতার্ত মানুষের পাশে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার পাশাপাশি সমাজের পিছিয়ে পড়া ও শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং জামবনি থানার পুলিশের সহযোগিতায় 'সহায়' প্রকল্পের আওতায় শীতার্ত মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ ও অবৈতনিক কোচিং সেন্টারের পড়ুয়াদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়।মঙ্গলবার জামবনি থানার অন্তর্গত ধড়সা গ্রাম পঞ্চায়েতের আস্তাপাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র প্রাঙ্গণে এই মানবিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন শীতার্ত মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেওয়ার পাশাপাশি পড়ুয়াদের খাতা, কলম-সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার মানব সিংলা (আইপিএস) তাঁর বক্তব্যে বলেন,"পুলিশ মানেই শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষা নয়। সমাজের দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোও পুলিশের অন্যতম দায়িত্ব। শীতের এই সময়ে কেউ যেন কষ্টে না থাকে এবং পড়ুয়ারা যেন শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয়—এই লক্ষ্যেই 'সহায়' প্রকল্পের মাধ্যমে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।"তিনি আরও বলেন, "পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশ্বাস ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠলেই একটি সুস্থ সমাজ গঠন সম্ভব।" এদিনের অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের এসডিপিও সামীম বিশ্বাস, জামবনি থানার আইসি অভিজিৎ বসু মল্লিক, সাব-ইন্সপেক্টর অর্নব মন্ডল, পুলকেশ ভক্তা সহ জামবনি থানার অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা।

পুলিশ প্রশাসনের এই মানবিক উদ্যোগে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে পুলিশ যে সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

কয়লা কেলেঙ্কারিতে বিরাট মোড়!
টাকার সূত্র ধরে ED-র জালে ৭, প্রভাবশালী যোগ খুঁজতে তৎপর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কয়লা পাচার মামলায় তদন্তের গতি আরও বাড়াল ইডি । টাকা কোথায় গেল, কারা জড়িত, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এবার আরও সাতজনকে তলব করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এর আগে একাধিক কয়লা ব্যবসায়ীকে জেরা করা হয়েছিল। সেই জেরার সূত্র ধরেই নতুন নাম উঠে আসায় এবার তদন্তের পরিধি আরও বাড়ানো হল।তদন্তকারীদের দাবি, এই সব তথ্য ও নথির ভিত্তিতেই এখন আরও গভীরে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। কয়লা পাচারের পুরো নেটওয়ার্ক এবং এর পিছনের প্রভাবশালী যোগ খুঁজে বের করাই এখন ইডির মূল লক্ষ্য।

কয়লা পাচার মামলায় মোট ১৫ জনকে তলব করেছে ইডি।ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত পাচারের মাধ্যমে পাওয়া অর্থ কোথায় কোথায় গিয়েছে, সেই অর্থের লেনদেনের রাস্তাগুলি খতিয়ে দেখতেই এই জিজ্ঞাসাবাদ। পাশাপাশি, এই টাকার সঙ্গে কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির যোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হবে। ইতিমধ্যেই এই মামলায় বেশ কয়েকজন কয়লা ব্যবসায়ীকে জেরা করেছেন ইডি আধিকারিকরা। সেই জেরার সূত্রেই আরও কয়েকজনের নাম উঠে আসে। তার পরেই নতুন করে সাতজনকে তলব করা হল। সব মিলিয়ে এই মামলায় এখনও পর্যন্ত মোট ১৫ জনকে তলব করেছে ইডি।

এই তদন্তের মধ্যেই দিল্লির একটি পুরনো কয়লা পাচার মামলায় সম্প্রতি ইডি তল্লাশি চালায়

এরপর ৩ পাতায়

বিনা লড়াইয়ে বিজেপির সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত নীতিন নবীন, মঙ্গলেই দায়িত্ব নেবেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নয়াদিল্লি: প্রত্যাশামতোই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন নীতীন নবীন। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সভাপতি পদে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল। নীতীন নবীন ছাড়া আর কেউই মনোনয়ন জমা দেননি। ফলে বিনা লড়াইয়েই বিজেপির দ্বাদশতম সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, বিজেপির ৪৫ বছর পূর্ণ হওয়ার বছরে ৪৫ বছরের নীতীনকে সভাপতি বা প্রধান সেনাপতি হিসাবে বেছে নেওয়া অত্যন্ত অর্থবহী। দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তরুণ প্রজন্মের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সভাপতি হওয়ার পরেই অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে নীতীনকে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু সহ পাঁচ রাজ্যের বিধাসভা ভোট সামনে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ দখল করা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহের কাছে প্রধান লক্ষ্য। পাঁচ বছর আগে ২০২১ সালে কোমর কষে ঝাঁপিয়েও নবান্ন দখল অধরা থেকে গিয়েছিল জেপি নাড্ডাদের কাছে। নীতীন নবীন সেই অধরা স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন কিনা, তাই দেখার।আগামিকাল মঙ্গলবার

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

আজকে কোর্টে হারালাম, এপ্রিলে ভোটে হারাব', সুপ্রিম কোর্টের রায় আসতেই গর্জন অভিষেকের

২৫০'র বেশি আসনে জিতবে। আর বিজেপিকে ৫০ এর নীচে নামাবই নামাব। যাঁরা আমাদের টাইট করতে চেয়েছিল, বাংলার মানুষই তাঁদের টাইট করে দেবে এবারের ভোটে। বিজেপির এসআইআরের খেলা শেষ। এক কোটি মানুষকে যাঁরা ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেবে বলেছিল, এই জয় মা মাটি মানুষের, এই জয় বাংলার। আমাদের মৌলিক অধিকার ভোটাধিকার যাঁরা কেড়ে নিতে চেয়েছে তাঁদের দুই গালে কষিয়ে থাপ্পড় মেরেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। আদালতের নির্দেশে ওদের সেই ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে গেল।'প্রকাশ্যে ওই সংক্রান্ত তালিকা টাঙিয়ে দিতে বলা হয়েছে। যা এখন সবচেয়ে বড় খবর। আর এই খবর শোনার পর বারাসতের সভা থেকে গর্জে উঠলেন ৎণমূল কংগ্রেসের সবভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিকে তৃণমূলের অধিকাংশ দাবিকেই আজ মান্যতা দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। বিধানসভা নির্বাচনের আগে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে যেন নতুন করে অক্সিজেন পেল তৃণমূল কংগ্রেস। আর তারপরই বারাসতের কাছারি বাজার এলাকার সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আজ কোর্টে হারালাম, এপ্রিলে ভোটে হারাব, তৈরি থাকো। বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি। এটা উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট নয়। এই মাটি স্বাধীনতা আন্দোলন, নবজাগরণের পথ দেখিয়েছিল। তৃণমূলের দাবিকে মান্যতা দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির লিস্ট প্রকাশ করতে হবে। দু'গালে কষিয়ে থাপ্পর মেরেছে সর্বোচ্চ আদালত।'

অন্যদিকে এই বিষয়টি নিয়েই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করে ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তালিকা প্রকাশ করতে বলেছিলেন। তখন তা প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলে অভিযোগ অভিষেকের। এখন আদালতের গুঁতোয় সেই তালিকায় প্রকাশ করতে হবে। এই নিয়ে অভিষেক গর্জে উঠে বললেন, 'কার ক্ষমতা বেশি মোদিজি? ১০ কোটি মানুষের নাকি আপনাদের গায়ের জোরের? আজকে কোর্টে হারালাম, এপ্রিলে ভোটে হারাব। তৈরি থাকো। বাংলার মানুষ বশ্যতা স্বীকার করতে জানে না, মেরুদন্ড বিক্রি করতে জানে না! ভোট বাক্সেই মানুষ এর জবাব দেবে।'

(২ পাতার পর)

কয়লা কেলেঙ্কারিতে বিরাট মোড়!
টাকার সূত্র ধরে ED-র জালে ৭, প্রভাবশালী যোগ খুঁজতে তৎপর

আইপ্যাক কর্তা প্রতীক জৈন-এর বাড়িতে এবং সল্টলেকে আইপ্যাকের অফিসে। সেই সময় সেখানে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তদন্তের নামে দলের নথি ছিনতাই করা হয়েছে এই অভিযোগ তুলে ইডির বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। বিষয়টি নিয়ে প্রথমে হাই কোর্ট, পরে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত আইনি লড়াই গড়ায়।

এর মধ্যেই কলকাতা ও ঝাড়খণ্ডে ছড়িয়ে থাকা কয়লা পাচার মামলায় আবার সক্রিয় হল ইডি । উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, গত নভেম্বর মাসেও পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের একাধিক জায়গায় ইডি অভিযান চালায়। দুই রাজ্যের মোট ৪০টিরও বেশি ঠিকানায় তল্লাশি হয়। সেই অভিযানে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি, কয়েক কোটি টাকা, গয়না এবং বিপুল পরিমাণ বেআইনি কয়লা বাজেয়াপ্ত করা হয় বলে ইডি সূত্রে খবর।

বেলডাঙায় অশান্তিতে ধৃত বেড়ে ৩০

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বেলডাঙার ঘটনা নিয়ে প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ। বেলডাঙ্গার ঘটনা নিয়ে দুটি জনস্বার্থ মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়ে প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ। আগে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের ঘটনা নিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট।পুলিসের পরামর্শে ব্যবসায়ীরা আজ বিকেলের পর বেলডাঙায় যৌথ পদযাত্রা করতে পারে। পুলিস এবং ব্যবসায়ী সমিতির এই যৌথ শান্তি পদযাত্রা মূলত এলাকাবাসীর মনে সাহস এবং আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে তাদের

এরপর ৫ পাতায়

(২ পাতার পর)

বিনা লড়াইয়ে বিজেপির সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত নীতিন নবীন, মঙ্গলেই দায়িত্ব নেবেন

(২০ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানেই আনুষ্ঠানিকভাবে পদ্ম শিবিরের প্রধান সেনাপতি হিসাবে অভিষেক ঘটবে নীতীনের। অনুষ্ঠানে হাজির থাকছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও।

গত ২০২৪ সালের জানুয়ারিতেই বিজেপি সভাপতি হিসাবে মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল জে পি নাড্ডার। তবে বিকল্প হিসাবে কাউকে না পাওয়ায় দফায় দফায় তাঁর মেয়াদ বাড়ানো হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি বিজেপির সভাপতির দাথিত্ব সামলানো খানিকটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল নাড্ডার কাছে। ফলে গত ডিসেম্বরেই বিজেপির কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় বিহারের তরুণ নেতা নীতীন নবীনের কাঁধে।

বিজেপির সাংগঠনিক নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা (রিটার্নিং অফিসার) কে লক্ষ্মণ জানিয়েছেন, ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ৩০টির সভাপতি নির্বাচন চূড়ান্ত হয়েছে। এদিন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি পদে নির্বাচনের জন্য দুপুর দুটো থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত মনোনয়ন জমা নেওয়া হয়েছিল। মোট ৩৭ সেট মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে এবং সবগুলিই নীতীন নবীনের পক্ষে। জমা পড়া মনোনয়নপত্র ঝাড়াই বাছাই শেষে বিজেপির পরবর্তী সর্বভারতীয় সভাপতি হিসাবে নীতীন নবীনকে নির্বাচিত হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।'

সম্পাদকীয়

এসআইআর নথি হিসাবে গণ্য করতে হবে অ্যাডমিট কার্ডকে

ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে গ্রহণযোগ্য নথি হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়নি। এমনই জানিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। এনিয়ে এদিন বড় নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল, এসআইআর নথি হিসাবে গণ্য করতে হবে অ্যাডমিট কার্ডকে। এদিকে এসআইআর মামলায় নির্বাচন কমিশনকে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকা প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ১ কোটি ৩৬ লক্ষ লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সের যে তালিকা রয়েছে সেটা প্রকাশ করা হোক বলে দাবি তোলা হয়েছিল তৃণমূলের তরফে। সুপ্রিম কোর্টের কাছেও একই দাবি জানিয়েছিল তৃণমূল। সেক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে বলেছে, আগামী তিন দিনের মধ্যে প্রত্যেকটি ব্লক অফিস, পঞ্চায়েত অফিস এবং ওয়ার্ড অফিসে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ যে নাম রয়েছে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির, সেটা প্রকাশ করতে হবে। এই নোটিস দেওয়ার আরও ১০ দিন পর যাদের যাদের নাম রয়েছে তাঁদের নোটিস দিতে হবে, ডাকা হবে। শুনানির সুযোগ দিতে হবে। তৃণমূলের দ্বিতীয় দাবি ছিল, বুথ লেভেল এজেন্টদের শুনানি চালাকালীন অনুমতি দিতে হবে। সেটা নির্বাচন কমিশন বারণ করে দিয়েছিল। আজও সুপ্রিম কোর্টে যুক্তি দেয় যে, যদি সব রাজনৈতিক দলের বিএলএ-দের অনুমতি দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। তাঁদের মধ্যে হাতাহাতি, তর্ক-বিতর্ক হবে। সেটা তাঁরা চাইছেন না। সুপ্রিম কোর্টে এক্ষেত্রে তৃণমূলের আংশিক জয় হয়েছে বলা যেতে পারে। বলা হয়েছে, কোনও ব্যক্তিকে শুনানিতে ডাকা হলে তিনি আইনজীবী, পরিবারের সদস্য, এমনকী পার্টির বিএলএ-কেও প্রতিনিধি হিসাবে নিয়ে যেতে পারেন সহযোগিতার জন্য। তবে সেটার জন্য লিখিত সম্মতি নিয়েযেতে হবে তাঁকে যে, তাঁর সঙ্গে তিনি এই ব্যক্তিকে নিয়ে এসেছেন।SIR-এর ক্ষেত্রে, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে বিবেচ্য নথি হিসেবে গ্রহণ করার আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু, তা নাকচ করে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। সেক্ষেত্রে বলা হয়েছিল, ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে গ্রহণযোগ্য নথি হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়নি। কমিশনের বক্তব্য ছিল, তারা মনে করে, মাধ্যমিকের (দশম শ্রেণির) অ্যাডমিট কার্ডকে বৈধ নথি হিসেবে অনুমোদন করা সম্ভব নয়।

মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড নির্বাচন কমিশন শুনানির সময় গ্রহণ করছে না বলে সরব হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটা কোর্টের মধ্যে আজও বলেন। সুপ্রিম কোর্ট মাধ্যমিকের সেই অ্যাডমিট কার্ডকে আজ মান্যত দিয়েছে। বলেছে, অ্যাডমিট কার্ডকে বিবেচনা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তৃণমূলের পক্ষের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ওরা বলছিল মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড নেওয়া হবে না। আমরা বলেছি, পশ্চিমবঙ্গে এটা নেই। পশ্চিমবঙ্গে অ্যাডমিট কার্ডের মধ্যেই নম্বর রয়েছে। কোনও সার্টিফিকেটে জন্ম-তারিখ থাকে না। বিচারপতিরা তাতে সম্মতি দিয়েছেন। সৌভাগ্যবশত, বাঙালি বিচারপতিরা ছিলেন, তাঁরা জানেন সার্টিফিকেটে কী রয়েছে। তাঁরা বলে দিলেন সার্টিফিকেটে যে জন্ম-তারিখ রয়েছে তা গ্রহণ করতে হবে।"

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(আঠাশতম পর্ব)

করতে সক্ষম। জল ও দুধ মিশ্রিত থাকলে হাঁস শুধু সারবস্তু দুধ বা ক্ষীরটুকু গ্রহণ করে আর জল পড়ে থাকে। জ্ঞান সাধনায় হাঁসের এ স্বভাব যথেষ্ঠ তাৎপর্য বহন করে। তাই বিদ্যাদেবীর বাহন হিসেবে হাঁসকে খুব ভালোই মানায়।হাতে বীণা ধারণ করেছেন বলেই তাঁর অপর নাম বীণাপাণি। বীণার সুর মধুর। পূজার্থী বা বিদ্যার্থীর মুখ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

এবার কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেলেন হুমায়ূন কবির

বেবি চক্রবর্ত্তী

ভরতপুরের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক টানাপোড়েনের মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া বিধায়ককে আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে আবেদন জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, কেন্দ্র যে ক্যাটেগরিরই নিরাপত্তা দিক না কেন, তার সম্পূর্ণ খরচ বহন করতে হবে হুমায়ুন কবীরকেই। সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে এই মামলার শুনানি হয়। শুনানিতে বিধায়কের আইনজীবী দাবি করেন, বর্তমানে বিধায়ক হিসেবে যে নিরাপত্তা তিনি পাচ্ছেন তা পর্যাপ্ত নয়। রাজনৈতিক বিরোধ, দলীয় শান্তি এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে তাঁর জীবনের উপর গুরুতর হুমকি রয়েছে বলেও আদালতে জানানো হয়। দীর্ঘ শুনানি শেষে বিচারপতি নির্দেশ দেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে আবেদন জানানোই একমাত্র পথ।

আদালতের নির্দেশে একটি

এরপর ৫ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

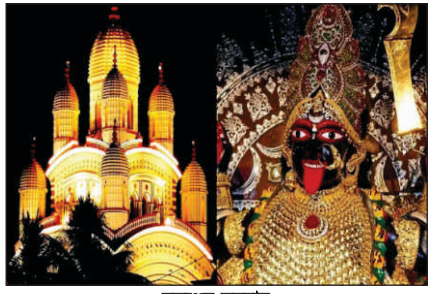

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দক্ষিণে চপেট-দান অভিনয় করেন এবং বামে পাশযুক্ত তর্জনী প্রদর্শন করেন। ইঁহার মুখ অতি ভয়ঙ্কর, করাল ও রৌদ্র। ব্রহ্মাদি দুষ্ট দেবতারা দেবীর মাথায় ছত্র ধরিয়া থাকেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৩ পাতার পর)

বেলডাঙায় অশান্তিতে ধৃত বেড়ে ৩০

আবার বাড়ি থেকে বের করার উদ্দেশ্যে। কারণ ক্রেতা না বেরোলে বিক্রেতার পেটে ভাত জুটবে না। শুধু এই এলাকা নয়, পলাশি, ভাকুরি, সাগরদীঘি সহ আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে প্রতিদিন সকালে বেলডাঙায় এসে বিক্রিবাট্টা করে দিনের শেষে যারা ঘরে ফিরে যান, তারা আপাতত এইমুখো হচ্ছেন না। শান্তি পদযাত্রার মাধ্যমে তাদের কাছেও বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা হবে।

এবার বেলডাঙার ঘটনার ক্ষেত্রেও একই নির্দেশের দাবি। মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়ে আবেদন। মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আগামিকাল মামলার শুনানি। একটি মামলার আবেদন বিজেপির। অপর মামলাটি স্থানীয় বাসিন্দাদের । প্রসঙ্গত, বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০। ধৃতদের মধ্যে ১৪ দিনের পুলিস হেফাজতে ওয়াজেদ আলি মোল্লা, সালাউদ্দিন শেখ, শেখ, হোদালেব শেখ, মফিজুল মুদাসর শেখ, রাজা শেখ, ইসলাম শেখ, মুসলিম শেখ। ইনজামুল হক, রিয়াজুল হক, গতরাতে তল্লাশি চালিয়ে জাতীয় নাসির শেখ, শেখ মিলন বাবলু, সড়ক অবরোধ কাণ্ডে আরও মতিউর রহমান । ওদিকে জেল একজনকে গ্রেফতার করেছে হেফাজতে রয়েছে, আফরোজ পুলিস। নাম ফজলুর রহমান। শেখ,তানভীর আঞ্জুম, সোমায়ুন ধৃতকে আজ তোলা হবে বহরমপুর শেখ, মহম্মদ আলি মুর্তজা, আলাদতে। সোস্যাল মিডিয়া এবং নজিবুর রহমান, ওয়াসিম আক্রম, আশেপাশের সিসিটিভি দেখে আবু মোতালেম শেখ, কামাল সনাক্তকরণের পর রাতে তল্লাশি মহরম, শেখ ইয়াকুব, শেখ চালিয়ে মধ্যমপুর নতুনপাড়া থেকে জানারুল, শেখ মুলুক চাঁদ, নাসির গ্রেফতার করা হয় ফজলুর শেখ, হাদিসুল শেখ, অকূল চাঁদ, রহমানকে।

সৈয়দুল শেখ, আনোয়ার আলি আজও বেলডাঙা রেজিনাগর এলাকায় সকাল থেকে পুলিসের রুট মার্চ চলছে। থমথমে বেলডাঙায় ভাতে টান ব্যবসায়ীদের। এলাকায় শনিবার বিকেলের পর নতুন করে আর কোনও অশান্তির খবর নেই। শনিবার জাতীয় সড়ক দখলমুক্ত করার জন্য পুলিস ব্যাপক লাঠি চার্জ করে। রবিবার এলাকায় অন্তত ৭ টি স্পর্শকাতর স্থানে রুট মার্চ করেছে পুলিস। প্রতিটি লোকেশনে এলাকাবাসীর সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে কথা বলেছেন পুলিশ সুপার কুমার কৃষ্ণা সানি রাজ। কিন্তু সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ, বয়স্ক, শিশু, মহিলারা এখনও বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন না। বেলডাঙা গামছার হাট, পলাশডাঙা হাট মাছি তাড়িয়েছে রবিবার। বাধ্য হয়ে বেলডাঙা সম্মিলিত ব্যবসায়ী সমিতি রবিবার সন্ধ্যায় বেলডাঙা থানার এসডিপিও এবং এইচডিপিও সহ পুলিশ কর্তাদের কাছে দরবার করেছেন। প্রায় ২ ঘণ্টা থানার ভিতরেই বৈঠক হয়।

(৪ পাতার পর)

এবার কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেলেন হুমায়ুন কবির

গুরুত্বপূর্ণ শর্তও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি জানান, কেন্দ্র যদি জেড বা ওয়াই ক্যাটেগরির কোনও নিরাপত্তা মঞ্জুর করে, তবে সেই নিরাপত্তার আর্থিক দায়ভার সরকারি কোষাগার নয়, সম্পূর্ণভাবে বিধায়ককেই বহন করতে হবে। আইনজ্ঞদের মতে, এই নির্দেশের মাধ্যমে আদালত একদিকে যেমন ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তেমনই অন্যদিকে সরকারি সম্পদের অপব্যবহার রোধের বার্তাও দিয়েছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি দলবিরোধী কাজের অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেস হুমায়ুন কবীরকে সাসপেন্ড করে। সাসপেনশনের পর থেকেই তিনি প্রাণনাশের হুমকি পাচ্ছেন বলে অভিযোগ তোলেন। এর মধ্যেই তাঁর নিরাপত্তায় থাকা রাজ্য পুলিশের এক কর্মীর সঙ্গে বিধায়কের পুত্রের বিবাদ এবং একাধিক জায়গায় বিক্ষোভের ঘটনা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে।

এই মামলায় এর আগেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও জবাবদিহি চেয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। সোমবার ফের শুনানিতে আদালত জানায়, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়টি একটি নির্দিষ্ট প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই হয় এবং সেই পথ অনুসরণ করেই আবেদন জানাতে হবে।

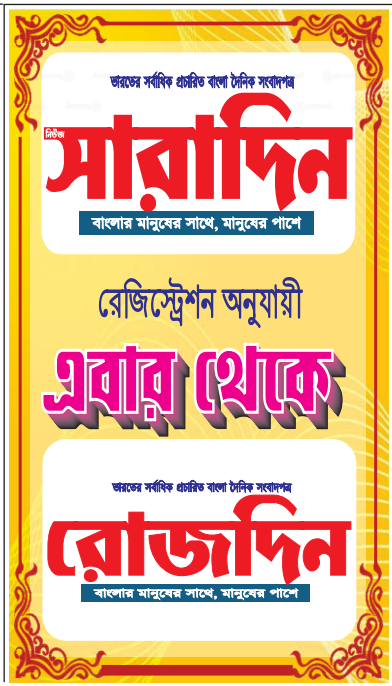

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

ইউনূস সরকারের ধাক্কা, হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন ব্রিটিশ আইনজীবী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঢাকা: বিলম্বিত বোধোদয়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গণহত্যা মামলায় সরে দাঁড়ালেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান কৌঁসুলির বিশেষ উপদেষ্টা তথা প্রখ্যাত ব্রিটিশ আইনজীবী টবি ক্যাডম্যান। তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসকে পাঠানো এক চিঠিতে পদত্যাগের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন বিশেষজ্ঞ ক্যাডম্যান।গত বছরের ১৭ নভেম্বর জুলাইয়ে গণহত্যার এক মামলায় শেখ হাসিনা ও তাঁর প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে ফাঁসির সাজা শোনায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। অন্য মামলায় দুজনকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ওই আমৃত্যু কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে ১৫ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় ইউনূস সরকার। আগামিকাল মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) ওই আপিল শুনানির কথা রয়েছে। সূত্রের খবর, যেভাবে আন্তর্জাতিক আপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিচার তড়িঘড়ি করা হয়েছে, তাতে খুশি নন ক্যাডম্যান। ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি বলেছেন, 'বিচারের নামে প্রহসন ঘটেছে। সুষ্ঠ ও স্বচ্ছ বিচার হয়নি। এমন প্রহসনের বিচারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আর নিজের সুনাম নষ্ট করতে চাই না।'২০২৪ সালের ৫ অগস্ট সেনা অভ্যুত্থানে প্রধানমন্ত্রীর পদ হারান শেখ হাসিনা। প্রাণ বাঁচাতে ঢাকা থেকে পালিয়ে দিল্লি আশ্রয় নেন তিনি। তিন দিন বাদে রাজাকার মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত হয় তদারকি সরকার। জুলাই-অগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলি চালানোর অভিযোগ এনে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে মুড়ি-মুড়কির মতো দায়ের হয় মামলা। শেখ হাসিনার বিচারের জন্য গঠিত হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তার দায়িত্ব পান রাজাকার পরিবারের সন্তান তথা জামায়াতে ইসলামী নেতা গোলাম মর্তুজা মজুমদার। প্রধান কৌঁসুলি হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয় আর এক রাজাকার পরিবারের সন্তান তাজুল ইসলামকে। তার বিশেষ উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করা হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন বিশেষজ্ঞভ তথা ব্রিটিশ আইনজীবী টবি ক্যাডমানকে। যিনি রাজাকার কাদের মোল্লা, মতিউর রহমান নিজামীদের হয়ে মামলা লড়েছিলেন।

বিয়ের দিন ফুল দিয়ে সাজানো গাড়ি নিয়ে SIR শুনানিতে হাজির বর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিয়ের দিন তাঁরা শুনানি কেন্দ্রে আসতে বাধ্য হওয়ায় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ করেছে বরের পরিবার । বিয়ের দিনই যে তলব করেছে কমিশন । তাই অগত্যা ! বিবাহিত হিসেবে ইনিংস শুরুর থেকেও নাগরিকত্ব প্রমাণের তাগিদ যে অনেক বেশি ! শুনানি কেন্দ্রে বিয়ের সাজে বরকে দেখে হতবাক সবাই । ঘটনাটি বীরভূমের নানুরের ।

রাজ্য জুড়ে চলছে বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া । ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের জন্য বর্তমানে চলছে শুনানি । 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র কারণে নোটিশ নিয়ে দিকে দিকে শুনানির জন্য ডাক পড়ছে বহু ভোটারের । এতেই হেনস্তা ও হয়রানির অভিযোগ উঠেছে । শুনানিতে হাজিরা দেওয়ার বাধ্যবাধকতায় রাজ্যের নানা প্রান্তে ঘটছে নানা অদ্ভুত ঘটনা । ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের উপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে বীরভূম জেলায় ৩০০ জনেরও বেশি বিএলও গণ-ইস্তফা দিয়েছেন । বিক্ষোভ দেখাচ্ছে বিরোধী দলগুলিও

বিয়ের দিন গোলাপে সাজানো গাড়ি নিয়ে SIR শুনানিতে হাজির বর (নিজস্ব ভিডিয়ো) এই আবহে নানুরে দেখা গেল এক অভিনব ঘটনা । বিয়ের দিন বরকে হাজির হতে হল এসআইআর-এর শুনানিতে । বীরভূমের নানুর থানার খুঁজুটিপাড়ার বাসিন্দা কবীর আকবর রানা । দুই মাস আগে লাভপুর থানার চৌহাট্টায় বিয়ের দিন ঠিক হয়েছিল । কিন্তু, দিন তিনেক আগেই এসআইআর-এর শুনানিতে ডাক পান তিনি । বলা হয়, কমিশনের হিসেব বলছে তাঁরা ছয় ভাই, সেই নথি তাঁদের পেশ করতে হবে । এই মর্মে নানুরের বিডিও অফিসে শুনানি কেন্দ্রে বরকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । অথচ, বরের পরিবারের দাবি, রানারা এক ভাই ও এক বোন । তাই বাকি ভাইদের নথি তাঁরা কীভাবে দেবে, এই চিন্তাতেই তাঁদের ঘুম ছুটেছে ।

বরের ভাই ফিরদৌস ওয়াইদ বলেন, "বিয়ের দিনই শুনানির দিন পড়েছে । তাই বিয়ে বাড়ি না-গিয়ে আগে ব্লক অফিসে আসতে হয়েছে । আর নোটিশে বলা হয়েছে বরেরা ছয় ভাই, তার নথি দিতে । আদৌ তো তা নয় । বররা এক ভাই ও এক বোন । অকারণ মানুষকে হেনস্তা করা হচ্ছে । এটা কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না

সিনেমার খবর

আরিয়ানের ওপর বিরক্ত হতেন ববি দেওল, জানালেন অভিনেত্রী গৌতমী কাপুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

'ব্যাডস অব বলিউড' সিরিজের মাধ্যমে পরিচালক হিসেবে অভিষেক হয় বলিউড বাদশাহ শাহরুখপুত্র আরিয়ান খানের। ২০২৫ সালে মুক্তি পাওয়ার আগে থেকেই তার পরিচালনা ক্ষমতা নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা চলছিল। তবে প্রথম সিরিজের সাফল্যের পর সেই বিতর্ক অনেকটাই ফিকে হয়ে যায়।

প্রথম সিরিজ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে এখনো চলছে চর্চা। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাওয়া এ সিরিজের মাধ্যমে আরিয়ান নিজের মেধার স্বাক্ষর রাখলেও শুটিং সেটে তার কড়া শাসন ও 'পারফেকশনিস্ট' মনোভাব নিয়ে মুখ খুলেছেন অভিনেত্রী গৌতমী কাপুর। সম্প্রতি মুম্বাইয়ে একটি গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আরিয়ান খানের পরিচালনা এবং জ্যেষ্ঠ অভিনেতা ববি দেওলের বিরক্ত হওয়ার নেপথ্য কারণ শেয়ার করে নেন অভিনেত্রী।

গৌতমী কাপুর বলেন, সিরিজের স্ক্রিপ্ট রিডিং সেশনের দিন তিনি প্রথম আরিয়ানকে দেখেন। সেখানে প্রায় ২৫ জন অভিজ্ঞ অভিনেতা উপস্থিত ছিলেন। এত সব সিনিয়র শিল্পীর মাঝে একজন তরুণ পরিচালক কীভাবে কাজ সামলাবেন, তা নিয়ে অনেকের কৌতূহল ছিল।

অভিনেত্রী বলেন, কিন্তু আরিয়ান কথা বলা শুরু করতেই সবাই অবাক হয়ে যান। প্রতিটি চরিত্র নিয়ে আরিয়ানের স্বচ্ছ ধারণা দেখে মুগ্ধ হন তিনি। যে ছেলেটি নিজেই সিরিজটি লিখেছে এবং পরিচালনা করছে, এই বয়সেই তার এমন পরিপক্কতা সত্যিই অবিশ্বাস্য বলে জানান গৌতমী কাপুর।

তিনি বলেন, আরিয়ান খান কাজে এতটাই খুঁতখুঁতে যে, মনের মতো শট না হওয়া পর্যন্ত তিনি ছাড় দিতেন না। একেকটি শটের জন্য ১০ থেকে ১৫ বার পর্যন্ত রিটেক নিতে হতো। এ তালিকায় ছিলেন অভিজ্ঞ অভিনেতা ববি দেওলও।

অভিনেত্রী বলেন, ববি দেওল সেটে অত্যন্ত বিনয়ী ও শান্ত থাকলেও আরিয়ানের এ 'পারফেকশন'-এর নেশায় তিনি মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে ফেলতেন। ১০-১৫ বার রিটেক দিলে যে কারোরই ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে পারে। ববি দেওলও মাঝে মাঝে বিরক্ত হতেন, তবে আরিয়ান নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকতেন বলে জানান গৌতমী কাপুর।

ভারতের ক্ষমতাসীন দলকে 'স্যাডিস্ট ও ফ্যাসিস্ট' আখ্যা দিলেন অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টিকে (বিজেপি) 'ইংরেজের দালাল' ও 'ফ্যাসিস্ট' তকমা দিলেন বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী রূপাঞ্জনা মিত্র। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে দলটিকে নিয়ে কড়া সমালোচনা করেছেন তিনি।

ফেসবুকে দীর্ঘ এক পোস্টে বিজেপিকে তোপ দাগিয়ে রূপাঞ্জনা লেখেন, আপনাদের গুজরাট গণহত্যার কথা কেউ ভুলে যায়নি। ধর্মের নামে তথাকথিত 'কল্যাটারাল ড্যামেজ' ঘটিয়ে আপনাদের রক্তমাখা মুখ আজ দিল্লির 'সিরতাজ' হয়ে বসেছে।

তিনি আরও লেখেন, বাংলার মানুষ নিজের কর্তব্য পালন করতে জানে, কারণ তারা মানবিক, দায়িত্বশীল এবং সব ধর্ম-বর্ণ ও ভাষাভাষীর মানুষের সঙ্গে সম্মান ও সহাবস্থানের সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। আমাদের প্রতিটি ধর্মীয় উৎসবকে আমরা যথাযথ মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে উদ্‌যাপন করতে জানি। ভাগ্যিস, আপনাদের মতো দুর্বল চিত্তের মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলাম।

ব্রিটিশ আমলের বিভাজন রাজনীতির সঙ্গে তুলনা করে রূপাঞ্জনা লেখেন, আপনারা শুধু ত্রাস বুনতে জানেন, যাতে আপনাদের ইংরেজদের মতোই বিভাজন রাজনীতি আরও মজবুত হয়, আর এতেই আপনারা মজা পেয়ে থাকেন। আসলে আপনারা ওটাই, 'স্যাডিস্ট ও ফ্যাসিস্ট'। ধিক্কার আপনাদের।

অভিনয়ের পাশাপাশি রাজনীতিতেও সক্রিয় রূপাঞ্জনা। আগে বিজেপির সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন এই অভিনেত্রী। এখন বিজেপি ছেড়ে সদ্য তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন তিনি।

শার্টের বুকে 'কাপুর' লিখে আলোচনায় আলিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে খান-বচ্চনদের প্রভাব থাকলেও অনেকের চোখে আজও চলচ্চিত্রের 'রাজপরিবার' হিসেবে এগিয়ে কাপুর পরিবার। কিংবদন্তি রাজ কাপুরের উত্তরাধিকার বহন করা এই পরিবারের একমাত্র পুত্রবধূ আলিয়া ভাট অল্প সময়েই শ্বশুরবাড়ির মন জয় করেছেন। অভিনয়ের পাশাপাশি সংসার সামলাতেও নিজেকে সফলভাবে প্রমাণ করেছেন তিনি।

সম্প্রতি মুম্বাইয়ের এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আবারও নজর কাড়েন আলিয়া। ছিমছাম মেকআপ ও রুচিশীল লুকের সঙ্গে তিনি যে শার্টটি পরেছিলেন, তার বুকের কাছে সাদা সুতোয় নকশা করে লেখা ছিল—'কাপুর'। ছোট্ট এই স্টাইল স্টেটমেন্ট মুহূর্তেই সবার দৃষ্টি কেড়ে নেয়।

অনুরাগীদের চোখ এড়ায়নি এই 'কাপুর' লেখা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই আলিয়াকে কাপুর পরিবারের 'কুইন' বলে অভিহিত করেন। কেউ কেউ মনে করেন, পোশাকের মাধ্যমেই শ্বশুরবাড়ির প্রতি নিজের ভালোবাসা ও গর্ব প্রকাশ করেছেন অভিনেত্রী।

এর আগেও কাপুর পরিবারের সঙ্গে আলিয়ার ঘনিষ্ঠতা বারবার সামনে এসেছে। শাশুড়ি নীতু কাপুরের সঙ্গে সখ্যতা, পারিবারিক আয়োজনে নিয়মিত উপস্থিতি এবং ব্যস্ত কাজের মাঝেও পরিবারের জন্য সময় বের করে নেওয়া—সব মিলিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন কাপুর পরিবারের প্রিয় মুখ।

এবার স্বামীর পদবি লেখা শার্ট পরে আলিয়া যেন স্টাইলেই জানিয়ে দিলেন—তিনি শুধু কাপুর পরিবারের বধূ নন, বরং সেই পরিবারের গর্বিত অংশ।

ভারতকে সেরা মানছেন গ্রায়েম স্মিথ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী মাসের ফেব্রুয়ারি ও মার্চে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক ভারত ও শ্রীলঙ্কা। সবশেষ এই সংস্করণে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। এবারও শিরোপা জয়ের দৌড়ে নিজের পছন্দের দল হিসেবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের এগিয়ে রাখছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক গ্রায়েম স্মিথ।

ডারবানে সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভারতের চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন তিনি। গ্রায়েম স্মিথ মনে করেন, স্বাগতিক হওয়ার সুবিধা ও বিপুল প্রতিভার কারণে ভারতকে শিরোপার অন্যতম প্রধান দাবিদার মনে করছেন। যদিও নিজের দেশ দক্ষিণ আফ্রিকাকেই এবার সরাসরি ফেভারিট হিসেবে রাখেননি তিনি।

স্মিথ বলেন, ভারতকে কখনোই হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। তার মতে, ঘরের মাঠে খেলা এবং বর্তমান দলটির প্রতিভা ভারতের জন্য বড় শক্তি হয়ে উঠবে। ভারতীয় দলের বর্তমান রূপান্তর প্রক্রিয়াকেও তিনি বেশ আগ্রহ নিয়ে দেখছেন। সেই সাথে বেশ কয়েক দশক ধরে দলটির ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছেন তিনি।

হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া বক্তব্যে স্মিথ বলেন, ভারতের প্রতিভা বিবেচনায় তাদের কখনোই বাদ দেওয়া যায় না। এটা তাদের ঘরের বিশ্বকাপ। গৌতম গম্ভীরের অধীনে দলটি একটা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে—সিনিয়র খেলোয়াড়দের পরবর্তী ধাপ, নতুনদের দায়িত্ব নেওয়া—সব মিলিয়ে বিষয়টা বেশ আকর্ষণীয়। প্রতিভার দিক থেকে বললে, ভারত যদি অন্তত শেষ চার দলে না থাকে, তাহলে আমি খুবই বিস্মিত হব।'

২০২৪ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের কাছে মাত্র সাত রানে হারের স্মৃতি এখনও তাকে তাড়া করে ফেরে। তিনি মনে করেন, বর্তমান প্রোটিয়া দল উপমহাদেশের কন্ডিশনে, বিশেষ করে স্পিন সামলাতে সক্ষম—যা ভারত ও শ্রীলঙ্কার উইকেটে বড় পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।

ফাইনাল নিয়ে নিজের স্বপ্নের কথাও খোলাখুলি বলেছেন স্মিথ। বললেন, অবশ্যই চাইব আমরা যেন ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে জিতে যাই (হাসি)। শুকরি কনরাড আর দল যদি সঠিক কম্বিনেশন খুঁজে পায়, তাহলে এই দল অনেক দূর যেতে পারে। মাঝের ওভারে স্পিন খেলার মতো যথেষ্ট দক্ষতা আছে বলেই আমি মনে করি। আশা করছি সামনে একটা দারুণ বিশ্বকাপ অপেক্ষা করছে।

উল্লেখ্য, ভারতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপের ম্যাচগুলোর জন্য আহমেদাবাদ, দিল্লি, কলকাতা, চেন্নাই ও মুম্বাইকে ভেন্যু হিসেবে চূড়ান্ত করেছে আইসিসি। শ্রীলঙ্কায় খেলা হবে তিনটি ভেন্যুতে। এর মধ্যে দুটি কলম্বো ও পাল্লেকেল্লে।

ফরোয়ার্ডে জোর দিয়ে দল ঘোষণা ব্রাজিলের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্ব ফুটবলের উজ্জ্বল নাম ব্রাজিল। সময়ের সাথে সাথে সাফল্য, নান্দনিকতা ও প্রতিভার মিশেলে গড়ে ওঠা ব্রাজিলিয়ান ফুটবল যুগের পর যুগ ধরে বিশ্বকে উপহার দিয়েছে অসংখ্য তারকা ও স্মরণীয় মুহূর্ত। কিংবদন্তি পেলে থেকে রোনালদো হয়ে নেইমার—প্রতিটি প্রজন্মেই দেশটির ফুটবল স্বতন্ত্র ছন্দ ও আক্রমণাত্মক ধারায় সমর্থকদের মুগ্ধ করেছে।

তাই বিশ্বে সর্বোচ্চ পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে দেশটি। নেইমারের উত্তরসূরিদের টুর্নামেন্ট সামনে থাকায় অনূর্ধ্ব-১৬ দলের জন্য দল ঘোষণা করেছে ব্রাজিলের ফুটবল ফেডারেশন। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) ব্রাজিল অনূর্ধ্ব-১৬ জাতীয় ফুটবল দলের কোচ গুইলিয়ার্মে দাল্লা ডেয়া প্রাথমিকভাবে ২৬ ফুটবলারের তালিকা প্রকাশ করেছে। ঘোষিত দলে ফরোয়ার্ডের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

দেশটির ডি জেনেইরোর তেরেসোপোলিসে অবস্থিত গ্রাঞ্জা কোমারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৯ থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে যুব দলের অনুশীলন। এই প্রস্তুতি পর্বের মূল লক্ষ্য হলো ভবিষ্যতের যুব পর্যায়ের প্রতিযোগিতার জন্য ব্রাজিল দলের কারিগরি ও কৌশলগত দক্ষতার ধারাবাহিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

ঘোষিত দল:

গোলরক্ষক : ব্রুনো, আর্থো, ম্যাথিজুজ

ডিফেন্ডার : রিকার্ডো পিয়েট্রো, কেভিন, জনাথন মারিনহো, জুলিও দামিকিউ, এঞ্জো এন্তভিও, গিওভানে, ইউরি, লুকাস মিরান্ডা, মাতিউস

মধ্যমাঠ : জাও গ্যাব্রিয়েল, ক্রিস্টেয়ান, ইসাক, চাইও, লিওনার্দো, হোসে এনরিক, জিয়ান কার্লোস

ফরোয়ার্ড : অ্যালান সান্তোস, আর্থার দিনিজ, গুলহারমে কুইরাজ, পেদ্রো, লুকাস সুজানো, হুগো ও পেদ্রিনহো

বিশ্বকাপে পাকিস্তান বাদে যাদের সেমিফাইনালে দেখছেন আকরাম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে সম্ভাব্য সেমিফাইনালিস্ট চার দলের নাম প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম আকরাম। তার মতে, আসন্ন আসরে সেমিফাইনালে ওঠার সবচেয়ে বড় দাবিদার ভারত, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ড।

ওয়াসিম আকরাম বলেন, সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স, দলগত ভারসাম্য এবং বড় মঞ্চে খেলার অভিজ্ঞতার দিক থেকে এই চার দল অন্যদের চেয়ে এগিয়ে। বিশেষ করে চাপের মুহূর্তে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার সক্ষমতাই তাদের শক্তিশালী অবস্থানে রেখেছে বলে মনে করেন তিনি।

আকরামের এই পূর্বাভাস প্রকাশের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা। অনেক ক্রিকেটপ্রেমী প্রশ্ন তুলেছেন, কেন ইংল্যান্ড, পাকিস্তান কিংবা ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো শক্তিশালী দলগুলো তার তালিকায় জায়গা পায়নি। তবে এ বিষয়ে আকরামের বক্তব্য স্পষ্ট, ধারাবাহিক পারফরম্যান্স ও বর্তমান ফর্মই বড় টুর্নামেন্টে সাফল্যের প্রধান নিয়ামক।

উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যৌথভাবে আয়োজন করবে ভারত ও শ্রীলঙ্কা।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR